দৈনিক সংবাদ

২৯ 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগের সংবাদ সম্মেলন

সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবি বিক্ষোভ সমাবেশের ব্যাপক কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ছাত্রলীগের নবনির্বাচিত সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ গ্রেফতারকৃত ৭ জন কেন্দ্রীয় নেতার মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ আগামীকাল থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচির পালন করবে।

রোববার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এ কর্মসূচির ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাইফুজ্জামান শিখর, বলরাম পোদ্দার, আশরাফুল আজিম রুবন, ইকবাল হোসেন, জসিম উদ্দিন, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, একেএম আজিম, জহির উদ্দিন লিপটন, মিহির কান্তি ঘোষাল, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, জাকির হোসেন মারুফ, অলক বণিক, শাহ মোস্তফা আলমগীর, সোহেল হাজারি, কামরুল হাসান, মাহফুজুর রহমান, এইচএম দুলাল, সালাউদ্দিন মাহমুদসহ কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযুক্ত ছাত্রনেতাদের পক্ষের উকিল অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসেন মামলা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সাংবাদিকদের কাছে উপস্থাপন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, সরকারবিরোধী আন্দোলনকে যেন চাঙ্গা হতে না পারে সেজন্যই মূলত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে সরকার গ্রেফতার করছে। তিনি বলেন, ৫৪ ধারায় গ্রেফতার হলেও তাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে চারটি মিথ্যা হত্যা মামলা দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। এসব নেতাদের নাম ছিল না। কিন্তু পরে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে মারুফা আক্তার পপি বলেন, হাইকোর্ট নেতাদের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করলেও বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে তাদের একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে আটক রেখে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবি, লুট, দখল, ভাঙচুর সারাদেশে এমন একটি বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা একটি স্বাধীন সভ্য দেশে কল্পনাকেও হার মানাচ্ছে। সিটি করপোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যই নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের আস্থাহীনতা প্রমাণ করে।

ছাত্রলীগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঃ আগামীকাল দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ, ২রা মে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিছিল-সমাবেশ, ৫ই মে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি, ৬ই মে গণসই সংগ্রহ, ৭ই মে ঢাকা মহানগর দক্ষিণে এবং ৯ই মে উত্তরে মিছিল-সমাবেশ, ১১ই মে মানববন্ধন, ১৩ই মে প্রতীক অনশন, ১৫ই মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি এবং ১৭ই মে মুক্তাঙ্গনে ছাত্রগণসমাবেশ। নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি পালনের জন্য ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া গ্রেফতারকৃত বাকি ৫ নেতা হলেন রফিকুল ইসলাম, নাজমুল হাসান তানিক,